মুজিবনগরে ইউপি মেম্বরের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

গ্রাম পুলিশ সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধীর বাড়িতে বল প্রয়োগ করে বিরোধপূর্ণ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ুর বিরুদ্ধে।

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় শনিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভবের পাড়া গ্রামের মাইকেল মল্লিকের ছেলে শিলন মল্লিক এই অভিযোগ করেন।

এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর রফিক উদ্দীন, বাবুল মল্লিক, সোহরাব হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলন মল্লিক বলেন, বাজারপাড়া এলাকায় একই স্থানে আমার ও আমার ভাইয়ের নামে ৩ শতক জমি রয়েছে। পাশেই চাচাত ভাই ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু–র ৩ শতক জমি আছে। ঝড়ু– মেম্বরের সাথে আমাদের পাশের একটি জমি অ্যাওয়াজ করা আছে।

শনিবার সকালের দিকে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য মেম্বরদের সাথে নিয়ে জোর করে জমি দখলে নিয়ে বেড়া দেয়। এসময় ঝড়ু– মল্লিক তার স্ত্রীর বিউটি ও তাদের আমাদের লোকজনকে মারপিট করেন।

ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও স্থানীয় বাগোয়ান ইউনিয়নের মেম্বর সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু– বলেন, ওই জমি আমার চাচা কাইতান মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি। ওদের এবং আমার জমি পাশাপাশি। আমি আমার জমির বেড়া তুলে সেখানে ঘীরে নিয়েছি। ওদের জমি তো আমি দখল করিনি। আমি বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তবে আগামীকাল সোমবার দুপক্ষেরই জমির দলিল ও কাগজপত্র দেখে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামে বৃদ্ধের বাড়ি ভাংচুর ও জমি দখলের অভিযোগ

জীবন হারানোর ভয়ে ঘর ছেড়ে এক সপ্তাহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর বৃদ্ধ আবুল কাশেম।

তার একমাত্র বসত ঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করেছে ইসমাইল হোসেন ও তার লোকজন। ভাত ও তরকারি রান্নার হাড়িও রক্ষা পাইনি হামলাকারিদের হাত থেকে। ইসমাইল হোসেনের লোকজন জোরপুর্বক জমিদখল করাকে কেন্দ্র করে এমন হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিবারের। এতে দু’পক্ষের হামলায় ৬জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃদ্ধ আবুল কাশেমের দিন কাটছে আতংক আর হতাশা নিয়ে। পুলিশের সহায়তা চেয়ে কাংখিত সুরাহা পাচ্ছেন না অভিযোগ করেন কাশেম। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান স্থানীয়রাও।

জানাগেছে,ভোলাডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর আবুল কাশেম ৩০ বছর আগে স্থানীয় মৃত বাদশা মলিথার তিন ছেলে আক্তার, রবিউল হক ও হাসানের কাছ থেকে ১২ কাঠা জমি ক্রয় করে বসবাস করছেন। উক্ত জমি বাদশা মালিথার বড় ছেলে ইসমাইল হোসেন তার দাবী করে জবর দখল করার চেষ্টা করে। এতে আবুল কাশেম ও তার ছেলে বাধা দিলে তাদের মারধর করে এবং বাড়িঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করে। ইসমাইল ও তার লোকজনের হামলায় ছোট ভাই আক্তার, রবিউল হক ও হাসানকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আহতরা কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এসময় সংঘর্ষে ইসমাইলের দুই ছেলে তারেক আহাম্মেদ ও মশিউর রহমান আহত হয়। ইসমাইল ও তার দুই ছেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

সরেজমিনে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে দেখা গেছে, আবুল কাশেমের টিনের বেড়া দেয়া একটি ছোট্র ঝুপড়ি ঘর। সেই ঘরেই স্ত্রী সন্তান নিয়ে তার বসবাস। বয়সের ভারে নুইয়েপড়া আবুল কাশেম কাজে কর্মে অকর্মা। কেউ তাকে কাজেও নিতে চাইনা। কোন রকমে সংসার চালে তাদের। একমাত্র বসত বাড়িটিকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে টিন গুলো ফুটো ফুটো করা হয়েছে। ঘরের মধ্যেকার আসবাপত্র ভাংচুর করা হয়েছে। ভাত ও তরকারির হাড়িপাতিলও ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে হামলা কারিরা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এমন ঘটনা ঘটে।

আবুল কাশেম জানান, আমি ৩০ বছর আগে উপজেলার হোগল বাড়িয়া গ্রাম থেকে উঠে এসে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করছি। এ গ্রামে আমার আপন বলতে কেউ নেই। ইসমাইলের তিন ভাইয়ের সাথে জমি কিনেছি। ৩০ বছর পর ইসমাইল আমার বাড়ি জোর দখল করে নিতে চাই। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের মারধর করে বাড়িঘর ভাংচুর করে । তার অন্যায় কাজকে বাধা দেয় তার আপন তিন ভাই। তাদেরকেউ মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। আমাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। আমি এখন জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ঘরে ফিরতে পারছিনা। এবিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। পুলিশ এপর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেইনি বলেও জানান আবুল কাশেম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রাম বাসিদের অনেকেই ইসমাইল সম্পর্কে বলতে ভয়ে কেঁপে ওঠেন। তারা জানান, ইসমাইল খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির । গ্রামে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করাই তার কাজ। ইসমাইলের ভয়ে গ্রামের কেউ মুখ খুলতে সাহস করেনা। মামলাবাজ ইসমাইল হিসেবেও জানেন অনেকে।

ইসমাইল হোসেনের সাথে কথা হলে তিনি জানান, সামাজিক কাজ করতে হলে পক্ষ বিপক্ষ থাকবেই। আমি আমার শরিকানা জমি দখল করতে গিয়েছিলাম। ভাইয়েদের সাথে মারামারি হয়েছে। এতে আমি ও আমার ছেলে দুজনেই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে।

হেমায়েতপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ মাহাবুব জানান, এবিষয়ে ইসমাইলকে দোষরোপ করছেন এলাকাবাসী। তবে আবুল কাশেম থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি থানা থেকে নির্দেশনা পেলে আমি দেখবো।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,আবুল কাশেম নামের এক ব্যাক্তির অভিযোগ পেয়েছি,বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল করার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের জমি জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ উঠেছে হিন্দা গ্রামের রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেব জানান,তার স্ত্রী রশিদা খাতুনের নামে ২০ শতক জমি ছিলো। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ৩ ছেলে ও আমি সমান ভাবে ৫ শতক করে ভাগ করে নেয়া হয়। কিছুদিন আগে বড় ছেলে মাসুদ রানা তার ভাগের ৫ শতক জমি একই গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলামের কাছে জমি বিক্রি করে দেয়। গত কয়েকদিন পূর্বে রবিউল তার ইচ্ছামত জমি সিমানা প্রাচীর তৈরি শুরু করে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে শান্ত থেকে বসে উভয় পক্ষকে সমাধান করার তাগিদ দেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে জোর পূর্বক তাদের ইচ্ছামত জমিতে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে। বাধা দিতে গেলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। রবিউল ইসলাম প্রভাবশালী হওয়ার কারনে যে কোন হামলা হতে পারে একারনে বর্তমানে আমরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আতংকের মধ্যে রয়েছি। বিষয়টি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মেহেদি হাসান জানান,২০ শতক জমি সকলেই সমান করে নিতে হবে। কিন্তু রবিউল ইসলাম ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তার ইচ্ছেমত জমি দখল নিয়ে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে।

এ বিষয়ে রবিউল ইসলামের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।